বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২

(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭)

[৩১ শে অক্টোবর, ১৯৭২]

[১][যেহেতু সর্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থে দেশের উৎপাদনশীল সম্পদের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ এবং বাংলাদেশি টাকার প্রতিযোগিতামূলক বাহ্যিক সমমূল্য বজায় রাখিবার জন্য বাংলাদেশের আর্থিক ও ঋণ ব্যবস্থা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন;]

সেহেতু এতদ্দ্বারা রাষ্ট্রপতি, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুসারে, বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ এর সহিত পঠিতব্য, এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন করিলেন:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। (১) এই আদেশ বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আদেশে-

(ক) "নির্ধারিত দিন" অর্থ ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর;

(খ) "অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা" অর্থ অনুচ্ছেদ ১৮ এর অধীন প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্তরূপ ঘোষিত মুদ্রা;

(গ) "ব্যাংক" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক;

[২][(গগ) "ব্যাংকিং কোম্পানী" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫ এর দফা (ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী;]

(ঘ) "ব্যাংক নোট" অর্থ অনুচ্ছেদ ২৩ অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত এবং জারিকৃত [৩][নোট এবং মুদ্রা];

[৪][(ঘঘ) "ব্যাংক রেট" অর্থ অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উন্মুক্ত মানসম্মত হার;]

(ঙ) "বোর্ড" অর্থ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড;

[৫][(ঙঙ)) "মুদ্রা" অর্থ, পূর্বোক্ত দফা (ঘ) এর উদ্দেশ্য ব্যতীত, বাংলাদেশ মুদ্রা আইন, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮৩), এর বিধানাবলির অধীন জারিকৃত কোনো মুদ্রা;]

---

১ প্রস্তাবনা অংশটি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ দফা "(গগ)" বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ "নোট ও মুদ্রা" শব্দগুলির পরিবর্তে "নোট" শব্দটি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ দফা (ঘঘ)) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) দ্বারা সন্নিবেশিত।

৫ দফা (ঙঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(চ) "সমবায় ব্যাংক" অর্থ [১][সমবায় সমিতি আইন ২০০১] (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অথবা আপাতত বলবৎ অন্যকোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সমবায় সমিতি বা সমবায় ব্যাংকসহ শীর্ষস্থানীয় সমবায় ব্যাংক যাহার একটি লক্ষ্য উহার সদস্যগণের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা;

(ছ) "পরিচালক" অর্থ ব্যাংকের একজন পরিচালক;

[২][(ছছ) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;]

(জ) "গভর্নর" এবং "ডেপুটি গভর্নর" অর্থ যথাক্রমে ব্যাংকের গভর্নর এবং ডেপুটি গভর্নর;

(ঝ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(ঞ) "তপশিলি ব্যাংক" অর্থ অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (২) এর উপ-দফা (ক) এর অধীন পরিচালিত ব্যাংকসমূহের তালিকায় আপাতত অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যাংক;

(ট) "স্টেট ব্যাংক" অর্থ স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান আইন, ১৯৫৬ এর অধীন গঠিত স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান;

[৩][(ঠ) "টাকার মুদ্রা" অর্থ এক টাকার মুদ্রা ও এক টাকার নোট এবং দুই টাকার মুদ্রা ও দুই টাকার নোট যাহা বাংলাদেশে বৈধ মুদ্রা।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিষ্ঠা, নিগমবন্ধন, মূলধন এবং পরিচালনা

৩। (১) কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং এর কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক থাকিবে এবং উহা নির্ধারিত দিনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে, এবং উহা উক্ত নামে মামলা করিতে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৪। (১) ব্যাংকের মূলধন হইবে তিন কোটি টাকা।

(২) ব্যাংকের সম্পূর্ণ মূলধন সরকারের নিকট অর্পিত ও বরাদ্দকৃত হইবে।

(৩) ব্যাংকের মূলধন সরকারের অনুমোদনক্রমে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃদ্ধি করা যাইবে, এবং এইরূপ বৃদ্ধিকৃত মূলধন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে, সরকার কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

(৪) বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংকের সকল শেয়ার যাহা ইতোমধ্যে, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন, সরকারের নিকট অর্পিত হয় নাই, উহা এই আদেশ অনুযায়ী, কোনো ট্রাস্ট, বন্ধক, চার্জ, লিয়েন, সুদ, বা অন্য যেকোনো দায়মুক্ত অবস্থায়, নির্ধারিত দিনে, সরকারের নিকট অর্পিত ও বরাদ্দকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

---

১ "কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট, ১৯১২ (১৯১২ সনের ২ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, বন্ধনী এবং সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, বন্ধনী এবং সংখ্যাগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (ছছ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ দফা (ঠ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৫) সরকার, দফা (৪) এর অধীন উহার নিকট অর্পিত শেয়ারের ক্ষেত্রে তৎকর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে, এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণ বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিতরণ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন প্রদেয় মোট ক্ষতিপূরণ যে সকল শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বিতরণ করা হইবে, সেই সকল শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট থাকা শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের অধিক হইবে না।

৫। (১) নির্ধারিত দিনে, বাংলাদেশে অবস্থিত ও বাংলাদেশের সহিত স্টেট ব্যাংকের সকল উদ্যোগ (undertaking) ব্যাংকের নিকট স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) অনুরূপভাবে স্থানান্তরিত ও অর্পিত স্টেট ব্যাংকের উদ্যোগ (undertaking) অর্থে উহার সকল পরিসম্পদ (assets), অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বিশেষাধিকার, এবং সকল ভূসম্পত্তি, ইমারত, নগদ অর্থ, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং ঋণ বা নালিশযোগ্য দাবি, সিকিউরিটি বা বিনিময়যোগ্য দলিলসহ উহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, এবং নির্ধারিত দিনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে অবস্থিত বা বাংলাদেশের সহিত সম্পর্কিত স্টেট ব্যাংকের উক্ত উদ্যোগের সহিত সম্পর্কিত বা উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, স্টেট ব্যাংকের মালিকানাধীন, দখলভুক্ত, ক্ষমতাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো সম্পত্তিতে নিহীত বা সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত অন্যান্য সকল অধিকার ও স্বার্থ, উক্ত সম্পত্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত হউক বা না হউক, এবং সকল হিসাব-বহি, নিবন্ধন বহি, রেকর্ড ও তৎসম্পর্কিত যে কোনো প্রকৃতির অন্যান্য দলিল অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং বাংলাদেশের ভূখন্ডের অভ্যন্তরে উক্ত উদ্যোগ সম্পর্কিত স্টেট ব্যাংকের সকল ঋণ, দায় ও যে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতাও উহার অন্তর্ভুক্ত মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্ধারিত দিনের অব্যবহিত পূর্বে বহাল ও কার্যকর সকল চুক্তি, দলিল, বন্ড, সমঝোতা, মোক্তারনামা, বৈধ প্রতিনিধিত্ব মঞ্জুর এবং অন্য যে কোনো ধরনের দলিলাদি যাহাতে স্টেট ব্যাংক একটি পক্ষ বা যাহা স্টেট ব্যাংকের পক্ষে সম্পাদিত উহা-

(ক) যদি কেবল বাংলাদেশে অবস্থিত স্টেট ব্যাংকের উদ্দেশ্যে বা উহার উদ্যোগ সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য করা হয়; অথবা

(খ) যদি উহা আংশিকভাবে উপ-দফা (ক) এবং আংশিকভাবে সরকার নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে ও সাপেক্ষে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হয়, তাহা হইলে উহা ব্যাংকের বিরুদ্ধে বা ব্যাংকের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে এবং কার্যকরভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং সম্পূর্ণ বা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাইবে যেন, স্টেট ব্যাংকের স্থলে ব্যাংক উহার পক্ষ হইয়াছে অথবা ব্যাংকের পক্ষে ইস্যু করা হইয়াছে।

৬। (১) ধারা ৫ এর অধীন ব্যাংকের নিকট অর্পিত উদ্যোগ সম্পর্কিত বিষয়ে স্টেট ব্যাংক কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে নির্ধারিত দিনে নিষ্পন্নাধীন সকল মামলা, আপিল অথবা অন্য যে কোনো ধরণের আইনগত কার্যধারা ব্যাংক কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে নিষ্পন্নাধীন মামলা, আপিল এবং অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং ব্যাংক কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে অব্যাহত রাখা বা কার্যকর করা যাইবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি নির্ধারিত দিনের অব্যবহিত পূর্বে ব্যাংকিং কোম্পানী অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর অধীন কোনো ব্যাংকিং কোম্পানীর অবসায়ন সম্পর্কিত কোনো কার্যধারা বাংলাদেশের হাইকোর্টে নিষ্পন্নাধীন থাকে, যাহাতে স্টেট ব্যাংক অফিসিয়াল লিকুইডেটর হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা হইলে উহার স্থলে ব্যাংক অফিসিয়াল লিকুইডেটর হিসাবে প্রতিস্থাপিত হইবে এবং সর্বদা এইরূপ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। এই আদেশ এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি নির্ধারিত দিনের অব্যবহিত পূর্বে স্টেট ব্যাংকের কর্মচারী ছিলেন, তিনি উক্ত দিন হইতে, উক্ত দিনের অব্যবহিত পূর্বে তাহার ক্ষেত্রে যেরূপ শর্তাবলি প্রযোজ্য ছিল সেইরূপ শর্তে, ব্যাংকের একজন কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত থাকিবেন।

[১][৭ক] ব্যাংকের মূল কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারে হস্তক্ষেপ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(গ) আর্থিক ও বিনিময় হার নীতির সহিত মুদ্রানীতির মিথস্ক্রিয়া, অর্থনীতির উপর বিভিন্ন নীতিগত পদক্ষেপের প্রভাব সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এবং উহার লক্ষ্য অর্জন ও কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যেরূপ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিবে, সেইরূপ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা;

(ঘ) বাংলাদেশের সরকারি বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ রাখা ও পরিচালনা করা;

(ঙ) ব্যাংক নোট ইস্যুসহ একটি নিরাপদ ও কার্যকর পরিশোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন, নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করা;

(চ) ব্যাংকিং কোম্পানী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা।

৮। (১) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

[২][(২) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে ব্যাংকের কার্যালয় থাকিবে এবং উহা বাংলাদেশে বা সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে বাংলাদেশের বাহিরে যে কোনো স্থানে উহার অন্যান্য কার্যালয়, শাখা বা এজেন্সী স্থাপন করিতে পারিবে।

৯। [৩][* * *]

(২) ব্যাংকের সার্বিক বিষয় ও কার্যক্রমের [৪][সাধারণ তত্ত্বাবধান] ও পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং ব্যাংক যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে উক্ত বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে[৫][:

তবে শর্ত থাকে যে প্রথম বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজন হইবে, গভর্নর সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবেন।]

[৬][(৩) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) গভর্নর;

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি গভর্নর;

(গ) সরকারের মতে ব্যাংকিং, বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিল্প বা কৃষি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত [৭][চারজন পরিচালক যাহারা সরকারি কর্মকর্তা হইবেন না];

---

১ অনুচ্ছেদ ৭ক বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ দফা (২) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ দফা (১) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) ধারা ৬ এর দ্বারা বিলুপ্ত।

৪ "অনুরূপ যে কোন নির্দেশনা সাপেক্ষে সাধারণ তত্ত্বাবধান" শব্দগুলির পরিবর্তে "সাধারণ তত্ত্বাবধান" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা ফুলস্টপ (.) এর পরিবর্তে (:) কোলন প্রতিস্থাপনকরত শর্তাংশ সন্নিবেশিত।

৬ দফা (৩) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭ "চারজন পরিচালক যাহারা সরকারী কর্মকর্তা হইবেন না" শব্দগুলির পরিবর্তে "চারজন পরিচালক" শব্দগুলি শব্দটি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সরকারি কর্মকর্তা।

[১][৯ক। আর্থিক, মুদ্রা ও বিনিময়হার নীতির সমন্বয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাউন্সিল, অতঃপর সমন্বয় কাউন্সিল বলিয়া উল্লিখিত, থাকিবে, যথা:-

(অ) অর্থমন্ত্রী ..... চেয়ারম্যান;

(আ) বাণিজ্য মন্ত্রী..... .....সদস্য;

(ই) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক.....সদস্য;

(ঈ) সচিব, অর্থ বিভাগ..... .....সদস্য;

(উ) সচিব, অভ্যন্তরিণ সম্পদ বিভাগ.....সদস্য;

(ঊ) সদস্য (প্রোগ্রামিং), পরিকল্পনা কমিশন..... সদস্য।

(২) সমন্বয় কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) রাজস্ব, মুদ্রা ও বিনিময় হার কৌশল ও নীতিসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সমন্বয়সাধন;

(খ) প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও রাজস্ব, মুদ্রা ও বাহ্যিক হিসাবের সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা;

(গ) বাজেট চূড়ান্ত করিবার পূর্বে, দফা (ক) ও (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বেসরকারি খাতের ঋণের চাহিদা, সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে মুদ্রা স্ফীতি, মূল্যস্ফীতি, এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিট বৈদেশিক সম্পদ বিবেচনাক্রমে সরকারি খাতের ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সভায় মিলিত হওয়া;

(ঘ) সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির সামঞ্জস্য পর্যালোচনা এবং সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক উন্নতি বিবেচনাক্রমে বাজেট প্রণয়নের সময় নির্ধারিত সীমা ও লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করিবার জন্য অন্তত তিন মাসে একবার সভায় মিলিত হওয়া;

(ঙ) বার্ষিক বাজেট পাশের পূর্বে ও পরে অনুষ্ঠিত সভায়, সময় সময়, সংশোধিত সরকারি ঋণের সীমা বিবেচনা করা।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, সমন্বয় কাউন্সিল কর্তৃক সমন্বিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালায় প্রতিফলিত হইতেছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবে।

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক সমন্বয় কাউন্সিলের নিকট নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পেশ করিবে, যথা:-

(ক) মুদ্রা স্ফীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা হইতে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্য; এবং

(খ) মুদ্রার সমষ্টি ও পরিশোধের স্থিতির উপর সরকারের অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়ন।

(৫) অর্থ মন্ত্রণালয়, সময় সময়, সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর কর, বাজেট ও ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতির প্রভাব সমন্বয় কাউন্সিলের নজরে আনিবে।

(৬) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সময় সময়, সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বাণিজ্য ও শুল্কনীতির প্রভাব সমন্বয় কাউন্সিলের নজরে আনিবে।]

---

[১] অনুচ্ছেদ ৯ক বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ৭ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

১০। (১) ব্যাংকের গভর্নর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং বোর্ডের পক্ষে ব্যাংকের সকল বিষয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(২) এই আদেশ বা তদধীন প্রণীত প্রবিধান দ্বারা যে সকল বিষয় বোর্ড কর্তৃক সম্পাদন করিবার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয় নাই, সেই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে, সরকারের, ব্যাংকের বিষয়াদি ও কার্যক্রমের সাধারণ তদারকি ও পরিচালনা এবং ব্যাংক যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে, সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) গভর্নর [১][সরকার কর্তৃক] নির্ধারিত বেতন এবং শর্তে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, তবে গভর্নরের বেতন বা চাকুরির অন্যান্য শর্ত তাহার নিয়োগের পর তাহার সুবিধা কমিয়া যায় এমনভাবে পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৪) এক বা একাধিক ডেপুটি গভর্নর [২][সরকার কর্তৃক] নির্ধারিত বেতন এবং শর্তে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, তবে কোনো ডেপুটি গভর্নরের বেতন বা চাকুরির অন্যান্য শর্ত তাহার নিয়োগের পর তাহার সুবিধা কমিয়া যায় এমনভাবে পরিবর্তন করা যাইবে না।

[৩][(৫) গভর্নর চার বৎসর মেয়াদের জন্য উক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন এবং পুনরায় নিয়োগের যোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, গভর্নর [৪][সাতষট্টি বৎসর] বয়সে উপনীত হইলে, তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত থাকিবেন না।]

(৬) গভর্নর এবং যে কোনো ডেপুটি গভর্নর ব্যাংকের কাজের জন্য সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

[৫][(৭) সরকার একজন ডেপুটি গভর্নরকে ব্যাংক ব্যতীত অন্য যে কোনো পদে নিযুক্ত করিতে পারিবে এবং এই ক্ষেত্রে উক্ত ডেপুটি গভর্নরের পদ শূন্য হইবে, এবং যে সময় তিনি অন্য পদে নিযুক্ত থাকিবেন উক্ত সময় তাহার ডেপুটি গভর্নর হিসাবে মেয়াদের মধ্যে গণ্য হইবে না।]

(৮) সরকার কর্তৃক আদেশ দ্বারা গভর্নর বা, ক্ষেত্রমত, কোনো ডেপুটি গভর্নরকে, গভর্নর বা ডেপুটি গভর্নর হিসাবে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত উক্ত আদেশে নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব ও মেয়াদের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৯) কোনো ব্যক্তি [৬][গভর্নর বা ডেপুটি গভর্নর] [৭][* * *] পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না, যিনি:

[৮][(ক) আইনসভা বা স্থানীয় সরকারের একজন সদস্য;]

(খ) যে কোনো যোগ্যতায় বাংলাদেশের সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত, অথবা এমন কোনো পদে বা অবস্থানে কর্মরত যাহার জন্য সরকারি তহবিল হইতে কোনো বেতন বা অন্যান্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়;

(গ) অন্য কোনো [৯][ব্যাংকিং কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান] বা অন্য কোনো ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী:

---

১ "সরকার কর্তৃক" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ "সরকার কর্তৃক" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ দফা (৫) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "পয়ষট্টি বছর" শব্দগুলির পরিবর্তে "সাতষট্টি বছর" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১২ নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ দফা (৭) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ "গভর্নর" শব্দটির পরিবর্তে "গভর্নর বা ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭ "অথবা একজন ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের ২০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

৮ উপ-দফা (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৯ "ব্যাংক" শব্দটির পরিবর্তে "ব্যাংকিং কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে,[১] [গভর্নর বা কোনো ডেপুটি গভর্নর]-কে [২][* * *] দফা (৮) এর অধীন অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হইলে, এই দফার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না;

[৩][(ঘ) সরকার বা কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হইয়াছেন;]

[৪][(ঙ) দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন, বা যে কোনো সময় হইয়াছিলেন অথবা তাহার ঋণদাতাগণের অর্থ প্রদান স্থগিত করিয়াছেন বা তাহাদের সহিত ঋণগ্রহীতা সমঝোতা করিয়াছেন;

(চ) পাগল বা মানসিকভাবে অসুস্থ;

(ছ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন অথবা কোনো আদালত কর্তৃক এক বৎসরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।]

(১০) সরকার, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ও মেয়াদের জন্য গভর্নর ও কোনো ডেপুটি গভর্নরের ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(১১) যদি গভর্নর [৫][* * *] তাহার মেয়াদকালে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইয়া যান বা প্রেষণ, ছুটি বা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সরকার দফা (৯) এর অধীন যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে, তবে তিনি উক্ত দফার উপ-দফা (খ) এর অধীন আপাতত গভর্নর [৬][* * *] হিসাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য নাও হইতে পারেন।

১১। (১) গভর্নর প্রতি বৎসর কমপক্ষে ছয়বার এবং প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন।

(২) যে কোনো তিনজন পরিচালক গভর্নরকে যে কোনো সময় বোর্ডের সভা আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে এবং গভর্নর তদনুযায়ী তাৎক্ষণিক একটি সভা আহ্বান করিবেন।

[৭][(৩) গভর্নর অথবা, কোনো কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকিলে, অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (৩) এর উপ-দফা (খ) এর অধীন মনোনীত ডেপুটি গভর্নর বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে তাহার একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে। যদি ডেপুটি গভর্নরও কোনো কারণে উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে গভর্নর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো পরিচালক বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৪) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্যধারা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেন না।

১২। [৮][(১)নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি কার্য নির্বাহী কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক) গভর্নর;

---

১ "গভর্নর" শব্দটির পরিবর্তে "গভর্নর বা ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "অথবা ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের ২০ নং অধ্যাদেশ) এর ২ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ উপ-দফা (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ উপ-দফা (ঙ), (চ) ও (ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সংযোজিত।

৫ "অথবা একজন ডেপুটি গভর্নর"শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের ২০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

৬ "অথবা একজন ডেপুটি গভর্নর, ক্ষেত্রমত" শব্দগুলি ও কমা বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের ২০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

৭ দফা (৩) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৮ দফা (১) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা ধারাবলে বিলুপ্ত।

(খ) অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (৩) এর উপ-দফা (খ) এর অধীন মনোনীত পরিচালক;

(গ) অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (৩) এর উপ-দফা (গ) এর অধীন মনোনীত পরিচালকগণের মধ্য হইতে বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত একজন পরিচালক; এবং

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (৩) এর উপ-দফা (খ) এর অধীন মনোনীত পরিচালকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন পরিচালক।

[১][* * *]

(৩) বোর্ড অধিবেশনে না থাকিলে, কার্যনির্বাহী কমিটি বোর্ডের দায়িত্বভুক্ত যে কোনো বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার কার্যক্রমের কার্যবিবরণী রাখিবে যাহা বোর্ডের পরবর্তী সভায় উহার অবগতির জন্য পেশ করিতে হইবে।

১৩। (১) কোনো ব্যক্তি পরিচালক হইবেন না এবং উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না যদি তিনি-

[২][(ক) আইনসভা বা স্থানীয় সরকারের একজন সদস্য হন; বা

(খ) সরকার বা কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হইয়াছেন; বা]

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হন অথবা যে কোনো সময় দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন অথবা ঋণের অর্থ প্রদান স্থগিত করিয়াছেন অথবা তাহার পাওনাদারগণের সহিত সমঝোতা করিয়াছেন; বা

(ঘ) পাগল বা মানসিকভাবে অসুস্থ হন; বা

(ঙ) কোনো [৩][ব্যাংকিং কোম্পানী] বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী হন; বা

(চ) [৪][কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান] এর পরিচালক হন, তবে তিনি যদি কোনো ব্যাংকের পরিচালক হন যাহা [৫][সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন)] অথবা সমবায় সমিতি সর্ম্পকিত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সমিতি, তাহা হইলে তিনি পরিচালক হিসাবে অযোগ্য হইবেন না বা তাহার পরিচালক পদের সমাপ্তি ঘটিবে না; বা

(ছ) বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত বোর্ডের পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; [৬][বা

(জ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা কোনো আদালত কর্তৃক এক বৎসরের অধিক কারাদন্ডে দন্ডিত হন।]

(২) অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (৩) এর উপ-দফা [৭][(ঘ)] এর অধীন পরিচালক হিসাবে মনোনীত কোনো সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদের দফা (১) এর উপ-দফা (খ) এর কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

---

১ দফা (২) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা ধারাবলে বিলুপ্ত।

২ উপ-দফা (ক) ও (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "ব্যাংক" শব্দটির পরিবর্তে "ব্যাংকিং কোম্পানী" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাংক" শব্দের পরিবর্তে "যে কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "কো অপারেটিভ সোসাইটিজ এ্যাক্ট, ১৯১২" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যার পরিবর্তে "সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (আইন নং ২০০৩) এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত ।

৬ "অথবা এবং উপ-দফা (জ)" বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (আইন নং ২০০৩) এর ধারা ৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৭ "(গ)" বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "(ঘ)" বন্ধনী ও শব্দ বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ)এরধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৪। (১) অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (৩) এর উপ-দফা [১][(গ)]এর অধীন মনোনীত পরিচালকগণ তিন বৎসর পদে বহাল থাকিবেন।

(২) অনুচ্ছেদ ৯ এর দফা (৩) এর উপ-দফা [২][(ঘ)] এর অধীন মনোনীত কোনো পরিচালক সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) পরিচালকগণ তাহাদের পদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর পুনরায় মনোনীত হইবার যোগ্য হইবেন।

১৫। (১) সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) গভর্নর বা [৩][কোনো ডেপুটি গভর্নরকে] যদি তিনি তাহার দায়িত্ব পালন করিতে স্থায়ীভাবে অক্ষম হন অথবা অনুচ্ছেদ (১০) এর দফা (৯) এ উল্লিখিত কোনো অযোগ্যতা সাপেক্ষে, অথবা তিনি এমন কোনো কাজ করেন যাহার দ্বারা তাহার উপর ন্যস্ত আস্থা ভঙ্গ হয়, অথবা যদি তাহার পদে বহাল থাকা সুস্পষ্টভাবে ব্যাংকের স্বার্থের পরিপন্থি বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং

(খ) কোনো পরিচালককে।

(২) (ক) গভর্নর, [৪][কোনো ডেপুটি গভর্নর] বা কোনো পরিচালক সরকারের উদ্দেশে স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে স্বীয়পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;

(খ) [৫][কোনো ডেপুটি গভর্নর] বা [৬][কোনো পরিচালক] এর পদত্যাগের বিবৃতি গভর্নরের মাধ্যমে উপর্যুক্ত উদ্দেশে প্রদান করিতে হইবে;

(গ) সরকার কর্তৃক এইরূপ কোনো পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর উক্ত পদ শূন্য হইবে।

(৩) কোনো পরিচালক এই অনুচ্ছেদের অধীন পদত্যাগ করিলে তিনি যে মেয়াদের জন্য উক্ত পদে মনোনীত হইয়াছিলেন উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তিনি একজন পরিচালক হইবার যোগ্য হইবেন না।

(৪) কোনো পদ শূন্য হইলে সরকার অন্য কোনো পরিচালককে মনোনয়নের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যাংক এর ব্যবসা এবং কার্যাবলি

১৬। ব্যাংক নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা এবং লেনদেন করিতে পারিবে, যথা:-

[৭][(১) সরকারের পক্ষে বিদেশি সরকার, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাংক, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমানতের উপর সুদসহ অথবা সুদ ব্যতীত অর্থ গ্রহণ এবং সরকারের জন্য অর্থ সংগ্রহ।]

---

১ "(খ)" বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "(গ)" বন্ধনী ও শব্দ বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "(গ)" বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "(ঘ)" বন্ধনী ও শব্দ বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলির পরিবর্তে"কোনো ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "একজন ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো ডেপুটি গভর্নর" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ "একজন পরিচালক" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোনো পরিচালক" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৫৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭ দফা (১) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত ।

[১][* * *]

(২) (ক) বাংলাদেশে আদিষ্ট ও প্রদেয় এবং দুই বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর বহনকারী, যাহার একটি হইবে কোনো তপশিলি ব্যাংক, প্রকৃত আর্থিক বা বাণিজ্যিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত বিনিময়পত্র এবং অঙ্গীকারপত্র ক্রয়, বিক্রয় ও পুনঃবাট্টাকরণ যাহা উক্ত ক্রয় বা পুনঃবাট্টাকরণের দিন হইতে, অনুগ্রহ দিবস (days of grace) বাদ দিয়া, একশত আশি দিনের মধ্যে পরিপক্ক হইবে।

(খ) বাংলাদেশে আদিষ্ট ও প্রদেয় এবং দুই বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর বহনকারী, যাহার একটি হইবে কোনো তপশিলি ব্যাংক বা শীর্ষ সমবায় ব্যাংক, এবং মৌসুমী কৃষি কার্যক্রম বা ফসল বিপণনের উদ্দেশ্যে উত্তোলিত বা ইস্যুকৃত প্রকৃত আর্থিক বা বাণিজ্যিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত বিনিময়পত্র এবং অঙ্গীকারপত্র ক্রয়, বিক্রয় ও পুনঃবাট্টাকরণ যাহা উক্ত ক্রয়, বা পুনঃবাট্টাকরণের দিন হইতে পরিশোধের নির্ধারিত দিনের পরে দেওয়া অনুগ্রহ দিবস (days of grace) বাদ দিয়া পনের মাসের মধ্যে পরিপক্ক হইবে।

ব্যাখ্যা - এই উপ-দফার উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে-

[২][(অ) "কৃষি কার্যক্রম" অর্থে ফসল, আবাদ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার, সার ও কীটনাশক, মৎস আহরণ, মৎসচাষ, পশুপালন, বনায়ন, উদ্যান ও অনুরূপ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

(আ) "ফসল" বলিতে কৃষিপণ্য অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ই) "ফসল বিপণন" অভিব্যক্তি অর্থে উৎপাদনকারী বা এইরূপ উৎপাদনকারীগণের কোনো সংস্থা কর্তৃক বিপণনের পূর্বে ফসল প্রক্রিয়াকরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) বাংলাদেশে আদিষ্ট ও প্রদেয় এবং দুই বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর বহনকারী, যাহার একটি হইবে কোনো তপশিলি ব্যাংক বা শীর্ষ সমবায় ব্যাংক, এবং ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন বা বিপণনে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে উত্তোলিত বা ইস্যুকৃত প্রকৃত আর্থিক বা বাণিজ্যিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত বিনিময়পত্র এবং অঙ্গীকারপত্র ক্রয়, বিক্রয় ও পুনঃবাট্টাকরণ যাহা পরিশোধের নির্ধারিত দিনের পরে দেওয়া অনুগ্রহ দিবস বাদ দিয়া উক্ত ক্রয়, বা পুনঃবাট্টাকরণের দিন হইতে আঠারো মাসের মধ্যে পরিপক্ক হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের বিনিময়পত্র বা অঙ্গীকারপত্রের মূল এবং সুদ পরিশোধ সম্পর্কে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক যোগ্য ঘোষিত কোনো কর্পোরেশনকে ঋণ বা অগ্রিম অর্থ প্রদান, যাহা-

(অ) সরকারের সিকিউরিটিজের বিপরীতে, চাহিবামাত্র অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা উক্ত ঋণ বা অগ্রিম অর্থ প্রদানের অনূর্ধ্ব নব্বই দিনের মধ্যে পুনঃপ্রদেয় হইবে; অথবা

(আ) সরকারের কোনো পূর্ণ মেয়াদের সিকিউরিটিজের বিপরীতে প্রদত্ত কোনো ঋণ বা অগ্রিম অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত কোনো বন্ড বা ডিবেঞ্চারের বিপরীতে ঋণ বা অগ্রিম প্রদানের এবং সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীর অনূর্ধ্ব আঠার মাসের মধ্যে পুনঃপ্রদেয় হইবে এবং অনূর্ধ্ব আঠার মাসের মধ্যে অনুরূপ ঋণ বা অগ্রিম পরিপক্ক হইবে।

(ঙ) বাংলাদেশে আদিষ্ট ও প্রদেয় এবং কোনো তপশিলি ব্যাংকের স্বাক্ষর বহনকারী, এবং সরকারের সিকিউরিটিজ রাখা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আদিষ্ট বা ইস্যুকৃত বিনিময়পত্র এবং অঙ্গীকারপত্র ক্রয়,

---

১ দফা (১ক) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা বিলুপ্ত।

২ ব্যাখ্যার প্যারা (অ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

বিক্রয় ও পুনঃবাট্টাকরণ, যাহা পরিশোধের নির্ধারিত দিনের পরে দেওয়া অনুগ্রহ দিবস বাদ দিয়া উক্ত ক্রয় বা পুনঃবাট্টাকরণের দিন হইতে নব্বই দিনের মধ্যে পরিপক্ক হইবে।

(চ) বাংলাদেশে আদিষ্ট ও প্রদেয় এবং দুই বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর বহনকারী, যাহার একটি হইবে কোনো তপশিলি ব্যাংক বা শীর্ষ সমবায় ব্যাংক অথবা সরাকর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কর্পোরেশন এবং যাহার অন্যতম একটি লক্ষ্য হইবে ঋণ এবং নগদ অর্থ বা দ্রব্য অগ্রিম প্রদান, কৃষি উন্নয়ন অথবা কৃষিজাত বা প্রাণির উৎপাদন অথবা শিল্পকারাখানার প্রয়োজনে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে উত্তোলিত বা ইস্যুকৃত বিনিময়পত্র এবং অঙ্গীকারপত্র ক্রয়, বিক্রয় ও পুনঃবাট্টাকরণ যাহা উক্ত ক্রয়, বা পুনঃবাট্টাকরণের দিন থেকে অন্যূন দশ বছরের মধ্যে পরিপক্ক হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাংক, সময় সময়, এই উপদফার অধীন ব্যাংকের সাথে লেনদেন আছে এমন কোনো কর্পোরেশনের প্রতি এইরূপ নির্দেশনা জারি করিতে পারে যেরূপ [১][ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১] (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন কোনো ব্যাংকিং কোম্পানীর প্রতি করিতে পারে এবং এইরূপ কোনো নির্দেশনা পালন করিবার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি বাদ দিলে উহা [২][১৯৯১ সনের উক্ত আইনের ধারা ১০৯ এর উপ-ধারা (২)] এর অধীন শাস্তিযোগ্য হইবে, এবং কোনো নির্দেশনা লঙ্ঘন বা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে কোনো পরিচালক বা কর্মকর্তা যিনি জানিয়া শুনিয়া উক্ত লঙ্ঘন বা ব্যর্থতার সহিত জড়িত, তিনি [৩][উক্ত ধারার উপ-ধারা (৭)] এর অধীন শাস্তিযোগ্য হইবেন এবং [৪][উক্ত আইনের ধারা ১১১] এর বিধান উক্ত কার্যধারায় এইরূপ প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত কর্পোরেশন একটি ব্যাংকিং কোম্পানী;

(ছ) ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত আপাতত কোনো আইনের দ্বারা বা উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারি কোম্পানী বা কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তাপ্রদানকৃত ডিবেঞ্চার ক্রয়, বিক্রয় ও পুনঃবাট্টাকরণ;

(জ) গ্রামীণ ঋণ প্রতিষ্ঠানে তফশিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ ও ডিবেঞ্চার ইস্যু করিবার, ব্যাংক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ, নিশ্চয়তা প্রদান করা।

(ঝ) ব্যাংক যতটুকু উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ কৃষি ঋণ কার্যক্রমে তপশিলি ব্যাংকের তহবিল নিশ্চিত করা।

(৩) (ক) অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয়;

(খ) যে সব দেশের মুদ্রা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে ঘোষিত হইয়া সেইসব দেশের কোনো স্থানে ট্রেজারি বিলসহ বিনিময় বিল ক্রয়, বিক্রি বা পুনঃডিসকাউন্ট এবং যাহা উক্ত ক্রয়, বা পুনঃবাট্টাকরণের দিন হইতে একশ আশি দিনের মধ্যে পরিপক্ক হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো তপশিলি ব্যাংক বাংলাদেশে এইরূপ কোনো ক্রয়, বিক্রয়, বা পুনঃবাট্টাকরণ সম্পাদন করা যাইবে না।

(গ) যে সব দেশের মুদ্রা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে, সেইসব দেশের ব্যাংকের সহিত ভারসাম্য বজায় রাখা;

---

১ "ব্যাংকিং কোম্পানী অধ্যাদেশ, ১৯৬২ (১৯৬২ সালের ৫২নং অধ্যাদেশ)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "১৯৯১ সনের উক্ত আইনের ধারা ১০৯ এর উপ-ধারা (২)" সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি, ও বন্ধনী বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ "উক্ত ধারার উপ-ধারা (৭)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৪ "উক্ত আইনের ধারা ১১১" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][(ঘ) বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে বৈশ্বিক অবস্থানের এবং যেসব দেশে মুদ্রা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে সেই সকল দেশে বিনিয়োগের জন্য খ্যাতি রহিয়াছে এমন সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানীর সহিত বিদেশে ভারসাম্য স্থাপন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন বিদেশে রাখা ব্যালেন্সের ২৫ শতাংশের অধিক হইবে না।]

(৪) নিম্নলিখিত বিষয়ের বিপরীতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, তপশিলি ব্যাংক বা সমবায় ব্যাংকগুলিকে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা উক্ত ঋণ বা অগ্রিম অর্থ প্রদানের অনূর্ধ্ব নব্বই দিনের মধ্যে পুনঃপ্রদেয় হইবে এইরূপ অগ্রিম ও ঋণ মঞ্জুর করা, যথা:-

(ক) স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত স্টক, ফান্ড এবং সিকিউরিটিজ, যেখানে কোনো ট্রাস্টি যাহাতে বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ আইন দ্বারা ট্রাস্টের অর্থ বিনিয়োগ করিবার জন্য ট্রাস্ট্রিকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে;

(খ) স্বর্ণ বা রৌপ্য অথবা উহার মালিকানার দলিল;

(গ) ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় বা পুনঃবাট্টাকরণযোগ্য বিনিময় বিল ও অঙ্গীকারপত্র;

(ঘ) পণ্যের স্বত্ব সংক্রান্ত দলিলাদি দ্বারা সমর্থিত কোনো তপশিলি ব্যাংকের অঙ্গীকারপত্র, যাহা বাণিজ্যিক বা বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য প্রদত্ত নগদ ঋণ বা ওভারড্রাফটের জন্য অথবা মৌসুমী কৃষি কার্যক্রম বা বিপণনের উদ্দেশ্যে জামানত হিসাবে অনুরূপ ব্যাংকে হস্তান্তর, বরাদ্দ বা বন্ধক রাখা হইয়াছে;

(৫) অনুচ্ছেদ ৬০ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ঋণ তহবিল হইতে উহাতে বর্ণিত উদ্দেশ্যে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান;

(৬) অনুচ্ছেদ ৬১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কৃষি ঋণ স্থিতিশীল তহবিল (Agricultural Credit Stabilisation Fund) হইতে উহাতে বর্ণিত উদ্দেশ্যে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান;

(৭) অনুচ্ছেদ ৬২ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত শিল্প ঋণ তহবিল হইতে উহাতে বর্ণিত উদ্দেশ্যে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান;

(৮) অনুচ্ছেদ ৬৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত রপ্তানি ঋণ তহবিল হইতে উহাতে বর্ণিত উদ্দেশ্যে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান;

(৯) সরকারকে অগ্রিম প্রদান করা, যাহাতে কোনো ক্ষেত্রেই নব্বই দিনের পর পুনঃপ্রদেয় হইবে না;

(১০) বিশেষভাবে দেশে কৃষি বা শিল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বা ব্যাংকসমূহ বা সমবায় ব্যাংকগুলিকে বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পরিমাণ এবং শর্তে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করা;

(১১) সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কোনো কোম্পানী বা কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়, ধারণ ও বিক্রয়;

(১২) উহার নিজস্ব শাখা, কার্যালয় বা এজেন্সিতে টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার, ডিমান্ড ড্রাফট এবং অন্য যে কোনো প্রকারের রেমিটেন্স এর ইস্যু ও ক্রয়;

(১৩) বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো বাহক বা ব্যাংকের চাহিদার ভিত্তিতে পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ বা বিদেশি মুদ্রায় উহার নিজস্ব হিসাবে বা, ক্ষেত্রমত, সরকারের হিসাবে কোনো বিনিময় পত্র, হুন্ডি, অঙ্গীকারপত্র বা সম্পৃক্ততা উত্তোলন, গ্রহণ, প্রস্তুত এবং ইস্যুকরণ; কিন্তু সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এইরূপ কোনো কার্যক্রম বা লেনদেন করা যাইবে না।

[২][(১৩ক) ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারের সুদে নিজস্ব হস্তান্তরযোগ্য সিকিউরিটিজ ইস্যু করা;]

---

১ উপ-দফা (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ দফা (১৩ক) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(১৪) (ক) উপ-দফা (খ) সাপেক্ষে, যে সকল দেশের মুদ্রা অনুমোদিত মুদ্রা যাহার মেয়াদ অনধিক দশ বৎসরের মধ্যে উত্তীর্ণ হইবে না এমন মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে, সেই সকল দেশের সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয়;

(খ) পরিপক্কতা সম্পর্কিত বিধিনিষেধ এই আদেশ কার্যকর হইবার দিন হইতে ব্যাংকে রক্ষিত সিকিউরিটিজ অথবা অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন ব্যাংকে স্থানান্তরিত এবং ন্যস্ত সম্পত্তিসহ সম্পদ হিসাবে গৃহীত যে কোনো সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(১৫) (ক) সরকারের সিকিউরিটিজ, অথবা বোর্ডের সুপারিশে সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয়;

(খ) সরকার কর্তৃক, মূল এবং সুদ হিসাবে পূর্ণ নিশ্চয়কৃত সিকিউরিটিজ, ডিবেঞ্চার এবং শেয়ার এবং এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের সিকিউরিটিজ হিসাবে গণ্য হইবে;

(গ) ব্যাংকিং বিভাগে যে কোনো সময় সংরক্ষিত সিকিউরিটিজের পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে যেন এই ধরনের সিকিউরিটিজের মোট মূল্য ব্যাংকের মোট মূলধন, রিজার্ভ ফান্ড এবং ব্যাংকিং বিভাগের চার-পঞ্চমাংশের ঋণের সমষ্টির অধিক হইবে না;

(১৬) টাকা, সিকিউরিটিজ ও মূল্য রহিয়াছে এইরূপ অন্যান্য বস্তুর হেফাজত এবং ব্যবসা হইতে সংগৃহীত আয়, মূলধন, সুদ বা অনুরূপ কোনো সিকিউরিটিজ-এর ডিভিডেন্ট আদায়;

(১৭) ব্যাংকের কোনো দাবি পূরণ বা আংশিক পূরণ হিসাবে যেকোনোভাবেই উহার দখলে আসা স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি বিক্রয় এবং আদায়;

(১৮) নিম্নবর্ণিত কোনো ধরনের ব্যবসার লেনদেনে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এজেন্ট হিসাবে কাজ করা, যথা:-

(ক) স্বর্ণ বা রৌপ্য বা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয়;

(খ) কোনো কোম্পানীর বিনিময় পত্র, সিকিউরিটিজ বা শেয়ারের ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর ও হেফাজত;

(গ) মূলধন, সুদ বা ডিভিডেন্ট, অথবা কোনো সিকিউরিটিজ বা শেয়ার যাহাই হোক না কেন, উহা হইতে উদ্ভূত আয় সংগ্রহ;

(ঘ) বাংলাদেশ বা অন্য কোথাও প্রদেয় বিনিময় বিলের মাধ্যমে মূলধনের ঝুঁকিতে উক্ত প্রকারের আয় প্রেরণ;

(ঙ) এবং সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা;

(১৯) স্বর্ণ মুদ্রা এবং স্বর্ণ বা রৌপ্যের বার ক্রয় ও বিক্রয়;

(২০) কোনো এজেন্সির মাধ্যমে একাউন্ট খোলা বা কোনো এজেন্সি ব্যবস্থা তৈরি করা বা, এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো ব্যাংকের এজেন্ট বা সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করা অথবা কোনো দেশে, উক্ত দেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন প্রধান মুদ্রা কর্তৃপক্ষ বা যে কোনো আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক ব্যাংক এর প্রধান মুদ্রা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করা এবং উক্ত প্রকারের যে কোনো আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক ব্যাংকের শেয়ার ও সিকিউরিটিজে ব্যাংকের তহবিল বিনিয়োগ;

[১][(২১) (ক) উপ-দফা (খ) এবং (গ) সাপেক্ষে, ব্যাংকের ব্যবসার উদ্দেশ্যে অর্থ ধার নেওয়া এবং এইরূপ ধার করা অর্থের জন্য নিরাপত্তা প্রদান;

(খ) এই দফার অধীন তপশিলভুক্ত ব্যাংক ব্যতীত বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে অনূর্ধ্ব তিন মাস সময়ের জন্য এবং কোনো সময় ব্যাংকের মূলধনের অধিক কোনো টাকা ধার নেওয়া যাইবে না;

(গ) এই দফার অধীন বিদেশি বা আন্তর্জাতিক ব্যাংক, কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ব্যতীত বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো বিদেশি নাগরিকের নিকট হইতে ধার নেওয়া যাইবে না;]

(২২) এই আদেশের বিধান সাপেক্ষে, ব্যাংক নোট তৈরি ও ইস্যুকরণ;

(২৩) আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা আদেশ, ১৯৭২ এর অধীন ব্যাংকের কার্যাবলির সম্পাদন;

(২৪) ঋণ প্রবর্তন করা এবং নিশ্চয়তা প্রদান; এবং

(২৫) এই আদেশের অধীন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন ব্যাংকের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্যাবলি ও দায়িত্ব সম্পাদন;

(২৬) সাধারণভাবে, এই আদেশের অধীন উহার ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন বা কার্যাবলি সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত, প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক পারিপার্শ্বিক সকল বিষয় সম্পাদন করা।

১৭। (১) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (২) এর উপ-দফা (ক) ও (খ) অথবা দফা (৩) বা (৪) এর উপদফা (ক) এবং (খ) দফা (৩) বা ধারা (৪) এ যে কোনো সীমাদ্ধতা থাকুক না কেন, বোর্ড অথবা গভর্নরের নিকট যদি মনে হয় পরিস্থিতি খুবই জরুরি, তাহা হইলে ব্যাংক-

(ক) দফা (২) এর উপ-দফা (ক) বা উপ-দফা (খ) অথবা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৩) এর উপ-দফা (খ) এ উল্লিখিত বিনিময়পত্র বা অঙ্গীকারপত্র কোনো তপশিলি ব্যাংকের স্বাক্ষরিত না হইলেও এইরূপ বিনিময়পত্র বা অঙ্গীকারপত্র ক্রয়, বিক্রয় বা বাট্টাকরণ; বা

(খ) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৪) এর অধীন বিভিন্ন প্রকারের সিকিউটিজের বিপরীতে অথবা পণ্যের বিপরীতে অথবা ব্যাংকিং কোম্পানী কোনো অগ্রিম বা ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক যেরূপ যথাযথ মনে করিবে, সেইরূপ অন্যান্য সিকিউরিটিজের বিপরীতে চহিবামাত্র বা নব্বই দিনের অধিক হইবে না এইরূপ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনঃপরিশোধযোগ্য অগ্রিম বা ঋণ প্রদান।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর উপ-ধারা (খ) এর অধীন অগ্রিম বা ঋণ প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী বিলুপ্ত হইলে ব্যাংকের নিকট উহার কোনো অগ্রিম বা ঋণ বকেয়া থাকিলে, উহা কেবল উক্ত ব্যাংক কর্তৃক পূর্বের দাবি বা অগ্রিম সম্পর্কে অন্য কোনো ব্যাংকের কোনো সিকিউরিটিজ-এর বিপরীতে কোনো দাবি সাপেক্ষে, যদি থাকে, ব্যাংকিং কোম্পানীর সম্পদের উপর প্রথম চার্জ হইবে।

[২][১৮। ব্যাংক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো দেশের মুদ্রাকে এই আদেশের সকল বা যে কোনো উদ্দেশ্যে অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।]

১৯। এই আদেশের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে ব্যাংক-

---

১ দফা (২১) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ অনুচ্ছেদ ১৮ বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(১) উহার কোনো দাবি আদায়ের জন্য অর্জিত কোনো স্বার্থ ব্যতীত কোনো বাণিজ্যিক, শিল্প বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সরাসরি স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যবসার মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে জড়িত হইতে পারিবে না, তবে এই সকল স্বার্থ যথাশীঘ্র সম্ভব নিষ্পত্তি করিতে হইবে;

[১][* * *]

(৩) উহার কোনো কর্মচারীকে তাহার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বাড়ি নির্মাণ বা ক্রয়ের জন্য বাড়ির বিপরীতে প্রদত্ত অগ্রিম প্রদান ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি বা উহার স্বত্বের দলিলাদির বন্ধক বা অন্যকোনোভাবে উহার সিকিউরিটির উপর অগ্রিম টাকা প্রদান করিবে না;

(৪) ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য বা উহার কর্মচারীগণের বসবাস, বিনোদন বা কল্যাণের জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা প্রয়োজন না হইলে উহার মালিক হইবে না;

(৫) অবন্ধকি অগ্রিম এবং ঋণ প্রদান করিবে না;

(৬) চাহিবামাত্র ব্যতীত অন্য কোনোভাবে বিল উত্তোলন বা গ্রহণ করিবে না;

[২][* * *]

২০। (১) ব্যাংক সরকারের হিসাবের জন্য অর্থ গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের হিসাবের ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত অর্থ প্রদান করিবে এবং সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ উহার বিনিময়, রেমিটেন্স এবং অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(২) (ক)সরকার বাংলাদেশে উহার সকল অর্থ, রেমিটেন্স ও ব্যাংকিং লেনদেনের মাধ্যমে সরকার ও ব্যাংকের মধ্যে সম্মত হইতে পারে এইরূপ শর্তে ব্যাংককে দায়িত্ব অর্পণ করিবে এবং বিশেষ করে, উহার সকল নগদ স্থিতি বিনা সুদে ব্যাংকের নিকট জমা প্রদান করিবে।

(খ) এই ধারার কোনো কিছুই সরকারকে অর্থ লেনদেন অব্যাহত রাখা হইতে বিরত রাখিবার জন্য বিবেচনা করা হইবে না, যেখানে ব্যাংকের কোনো অফিস, শাখা বা এজেন্সি নাই অথবা এই ধরনের ব্যালেন্সের প্রয়োজন হইতে পারে।

(গ) সরকার সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং যে কোনো নতুন ঋণ ইস্যুর সহিত সরকার ও ব্যাংকের মধ্যে সম্মত হইতে পারে এমন শর্তে ব্যাংককে দায়িত্ব প্রদান করিবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলির উপর কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হইলে সরকার শর্তাবলি নির্ধারণ করিবে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত যে কোনো চুক্তি সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

২১। ব্যাংক, সময় সময়, এই আদেশের অধীন ক্রয়যোগ্য বিনিময়পত্র বা অন্যান্য বাণিজ্যিক দলিল ক্রয় বা পুনঃবাট্টাকরণ করিবার জন্য প্রস্তুত স্ট্যান্ডার্ড রেট উন্মুক্ত করিবে।

[৩][২২। ব্যাংক, মুদ্রা বিনিময় নীতি অনুসারে নির্ধারিত বিনিময় হারে বাংলাদেশের কোনো ডিলারের নিকট অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় বা উহার নিকট হইতে ক্রয় করিবে।]

২৩। (১) ব্যাংকের, অতঃপর বর্ণিত বিধান অনুসারে, বাংলাদেশে বাহককে চাহিবামাত্র প্রদেয় ব্যাংক নোট ইস্যু করিবার একচ্ছত্র অধিকার থাকিবে ।

---

১ দফা (২) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা বিলুপ্ত।

২ দফা (৭) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ অনুচ্ছেদ ২২ বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) কোনো ব্যক্তি এই কর্তৃত্ব লঙ্ঘন করিলে বা ৩৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনো অপরাধ করিলে তিনি উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য হইবেন।

২৪। (১) দফা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সকল ব্যাংক নোট, পয়সা ও মুদ্রা এবং নির্ধারিত দিনে বাংলাদেশে যাহা প্রচলিত ছিল, উহা বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহাতে বর্ণিত পরিমাণের বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালু থাকিবে এবং সরকার কর্তৃক নিশ্চিত হইবে।

(২) বোর্ডের সুপারিশক্রমে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো মূল্যের ও শ্রেণির ব্যাংক নোটকে, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে, এবং প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত ব্যাংকের অফিস, শাখা বা এজেন্সি ব্যতীত, যদি থাকে, বৈধ মুদ্রা হিসাবে বলবৎ থাকিবে না মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে।

২৫। অনুচ্ছেদ ২৪ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১৯৭১ সালের জুন মাসের ৮ তারিখের পূর্বে ইস্যুকৃত পাঁচশ রুপি বা একশ রুপির কোনো পাকিস্তান ব্যাংক নোট উহাতে উল্লিখিত মূল্যের কোনো পরিশোধ বা হিসাবের বৈধ মুদ্রা হইবে না।

২৬। (১) ব্যাংক নোট ইস্যু একটি ইস্যু বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হইবে যা ব্যাংকিং বিভাগ হইতে পৃথক এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা হইবে এবং ইস্যু বিভাগের সম্পত্তি ৩২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইস্যু বিভাগের দায় ব্যতীত অন্য কোনো দায়বদ্ধতার অধীন হইবে না।

(২) ইস্যু বিভাগ এই আদেশের অন্যান্য ব্যাংক নোটের বিনিময়ে বা এই ধরনের মুদ্রা, স্বর্ণ ও স্বর্ণের বার (bullion), অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা বা সিকিউরিটিজ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে ব্যাংক নোট ইস্যু করিতে পারিবে না।

২৭। ব্যাংক কর্তৃক তৈরি ও ইস্যুকৃত ব্যাংক নোট বোর্ডের সুপারিশে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শ্রেণি, নকশা, ফরম ও উপাদানে হইবে।

২৮। ব্যাংক ছেঁড়া, বিকৃত বা অতিরিক্ত ময়লা ব্যাংক নোট পুনঃইস্যু করিবে না।

২৯। কোনো আইন বা বিধি-বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি সরকারের নিকট হইতে হারিয়ে যাওয়া, চুরি যাওয়া, ছিঁড়িয়া যাওয়া অথবা ত্রুটিযুক্ত ব্যাংক নোটের মূল্য আদায়ের অধিকারী হইবে না।

৩০। (১) ইস্যু বিভাগের সম্পত্তি উহার মোট দায়ের কম হইবে না এবং নিম্নলিখিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে:-

(ক) সরকার, ব্যাংকের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে পরিমাণ মোট সম্পদ ও সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করিবে সেই পরিমাণের স্বর্ণমুদ্রা (gold coins), স্বর্ণের বার (gold bullion), রৌপ্য বার (silver bullion), বিশেষ উত্তোলন অধিকার (Special Drawing Rights) [১][, এশিয়ান মুদ্রা ইউনিট (,Asian Monetary Units)] [২][,ইসলামিক দিনার, (Islamic Dinars)] বা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা থাকিবে, এবং

(খ) সম্পদের অবশিষ্ট অংশ নিম্নরূপভাবে থাকিবে-

(অ) টাকা মুদ্রা;

(আ) যে কোনো পরিপক্কতার টাকা সিকিউরিটিজ;

---

১ ", এশিয়ান মুদ্রা ইউনিট (,Asian Monetary Units)" কমা ও শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৭২ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ ", ইসলামিক দিনার (,Islamic Dinars)" কমা ও শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(ই) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (ক), (খ) এবং (চ) এর অধীন ব্যাংকের মাধ্যমে বিক্রয়যোগ্য বিনিময়পত্র এবং অঙ্গীকারপত্র;

(ঈ) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৪) এর উপ-দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত সিকিউরিটিজের বিপরীতে উক্ত দফার অধীন প্রদত্ত অগ্রিম ও ঋণ বাবদ ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত অঙ্গীকারপত্র; এবং

(উ) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (১০) এর অধীন প্রদত্ত অগ্রিম ও ঋণ বাবদ ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত অঙ্গীকারপত্র।

[১][(২) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণের বার ও রৌপ্য বার এর মধ্যে স্থিত খাঁটি স্বর্ণ বা, ক্ষেত্রমত, রূপার সামগ্রীর বাজার মূল্যে মূল্য প্রদান করা হইবে;

(খ) টাকার মুদ্রার মূল মূল্য নির্ধারণ করা হইবে; এবং

(গ) অনুচ্ছেদ (৪) এ উল্লিখিত টাকা সিকিউরিটিজ ও সিকিউরিটিজের, আপাতত অর্জিত বা অভিহিত মূল্যের মধ্যে যাহা কম সেই অনুসারে, বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) অন্যূন সতের থেকে বিশ বৎসর পর্যন্ত সম্পদ হিসাবে থাকা স্বর্ণ মুদ্রা এবং স্বর্ণ বা রৌপ্যের বার ব্যাংকসহ উহার শাখা, অফিসসমূহ বা এজেন্সিসমূহে গচ্ছিত থাকিবে এবং অন্য কোনো ব্যাংক বা টাকশাল বা কোষাগার বা পরিবহনাধীন থাকা সম্পদ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সম্পদের অংশ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে এইরূপ অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা নিম্নলিখিত যে কোনো ফরমে হইতে পারে, যথা:-

(ক) ব্যাংকের অনুকূলে কোনো দেশের, যাহার মুদ্রা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা, প্রধান মুদ্রা কর্তৃপক্ষের নিকট বা উক্ত দেশের যে কোনো ব্যাংকে জমাকৃত স্থিতি;

(খ) দুই বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর সম্বলিত বিনিময় বিল, যাহার পরিপক্কতা একশত আশি দিনের অধিক নহে এবং যে দেশের মুদ্রা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা সেই দেশের কোনো স্থানে আদিষ্ট বা পরিশোধযোগ্য; এবং

(গ) অনধিক পাঁচ বৎসরের অমেয়াদোত্তীর্ণ মুদ্রায় কোনো সরকারের সিকিউরিটিজ যাহা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য।

(৫) ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত দিনে ধারণকৃত অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লিখিত কোনো সিকিউরিটিজ বা অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন ব্যাংকে স্থানান্তরিত ও অর্পিত কোনো সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে, পরিপক্কতা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

৩১। পূর্বে উল্লিখিত বিধানসমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রথম ক্ষেত্রে ছয় মাসের অধিক নয় এমন সময়ের জন্য যাহা, সময় সময়, একই প্রকার অনুমোদনের মাধ্যমে তিন মাস পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে, সম্পদ হিসাবে স্বর্ণ মুদ্রা (gold coin), স্বর্ণ বা রৌপ্য বার (gold or silver bullion), [২][বিশেষ উত্তোলন অধিকার (Special Drawing Rights), এশিয়ান মুদ্রা ইউনিট (Asian Monetary Units)]

---

১ দফা (২) বাংলাদেশ ব্যাংক (দ্বিতীয় সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সালের ৪১ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "বিশেষ উত্তোলন অধিকার (Special Drawing Rights), এশিয়ান মুদ্রা ইউনিট (Asian Monetary Units)" শব্দগুলি ও কমা বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৭২ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][,ইসলামিক দিনার (Islamic Dinars)] অথবা অনুচ্ছেদ ৩০ এর দফা (১) এর উপ-দফা [২][(ক)] এ বর্ণিত সমষ্টিগত পরিমাণের কম অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা রাখিতে পারিবে।

৩২। (১) ইস্যু বিভাগের দায় আপাতত প্রচলিত ব্যাংক নোটের মোট পরিমাণের সমান হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে যে কোনো ব্যাংক নোট যাহা উহা ইস্যু করিবার পর জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই, তাহা প্রচলিত বলিয়া গণ্য হইবে না এবং অনুচ্ছেদ ২৬ এর দফা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উহার মূল্য ইস্যু বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকিং বিভাগকে প্রদান করা হইবে; কিন্তু এইরূপ যে কোনো ব্যাংক নোট যদি পরবর্তীতে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করা হয়, তাহা হইলে ব্যাংকিং বিভাগ কর্তৃক পরিশোধ করা হইবে।

৩৩। (১) ব্যাংক ব্যাংক নোটের বিনিময়ে চাহিবামাত্র প্রদেয় টাকা-মুদ্রা এবং টাকা-মাদ্রার বিনিময়ে চাহিবামাত্র প্রদেয় ব্যাংক নোট ইস্যু করিবে যাহা বাংলাদেশে বৈধ মুদ্রা হইবে।

(২) ব্যাংক [৩][দশ] টাকা বা উহার অধিক ব্যাংক নোটের বিনিময়ে, ব্যাংকের মতে, প্রচলন করিবার জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন নাই সেই পরিমাণ কম মূল্যের ব্যাংক নোট বা কয়েন সরবরাহ করিবে যাহা বাংলাদেশ কয়েনেজ অর্ডার, ১৯৭২ (Bangladesh Coinage Order, 1972) এর অধীন বাংলাদেশে বৈধ মুদ্রা হইবে এবং সরকার চাহিবামাত্র উক্ত কয়েন ব্যাংককে সরবরাহ করিবে এবং যে কোনো সময় উহা সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক উহা জনসাধারণকে সরবরাহ করিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(৩) সরকার, ব্যাংক কর্তৃক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ে ও পরিমাণে ব্যাংক হইতে কয়েন প্রত্যাহার করিবে যাহা পরিশোধের বিপরীতে বিতরণের আবশ্যকতা নাই।

৩৪। সরকার অনুচ্ছেদ ৩৩ এর দফা (৩) এর অধীন প্রত্যাহারকৃত কোনো টাকার মুদ্রা পুনরায় ইস্যু করিবে না এবং ব্যাংকের মাধ্যম ব্যতীত কোনো টাকার মুদ্রা বিতরণ করিবে না, এবং ব্যাংক পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের অধীন বা সরকারের নিকট সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো টাকার কয়েন সরবরাহ করিবে না।

৩৫। (১) ব্যাংক বা এই আদেশ দ্বারা সুস্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হইলে, সরকার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো বিনিময়পত্র, হুন্ডি, অঙ্গীকারপত্র বা এনগেজমেন্ট বা বিল, হুন্ডি বা নোট এর উপর প্রদত্ত চহিবামাত্র অর্থ পরিশোধের জন্য কোনো বিল উত্তোলন, গ্রহণ, তৈরি বা বা ইস্যু করিবে না অথবা উক্ত ব্যক্তির বিল, হুন্ডি অথবা বাহককে চাহিবামাত্র প্রদেয় নোটের উপর কোনো পরিমাণের টাকা ধার, ঋণ বা গ্রহণ করিবে না, তবে চাহিবামাত্র বা অন্য কোনোভাবে বাহককে পরিশোধযোগ্য এই ধরনের চেক, বা হুন্ডিসহ ড্রাফট কোনো ব্যক্তির একাউন্টে ব্যাংকার কর্তৃক উত্তোলন করা যাইবে।

(২) হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বা এই আদেশ দ্বারা স্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হইলে, সরকার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি, দলিলের বাহককে চাহিবামাত্র প্রদেয় অঙ্গীকারপত্র তৈরি বা ইস্যু করিতে পারিবে না।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই অনুচ্ছেদের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে, যাহা বিল, হুন্ডি, অঙ্গীকারপত্র বা এনগেজমেন্ট যাহার সম্পর্কে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উহার দ্বিগুণ পরিমাণ পর্যন্ত হইতে পারে।

(৪) ব্যাংকের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ ব্যতীত এই ধারার অধীন কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

---

১ ", ইসলামিক দিনার (,Islamic Dinars)" কমা ও শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ "(ক)" বন্ধনী ও বর্ণের (অক্ষরের)পরিবর্তে "(২)" বন্ধনী ও সংখ্যা বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৭২ নং আইন) এরধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "পাঁচ" শব্দটির পরিবর্তে "দশ" শব্দটি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১নং আইন) এরধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩৬। [১][(১) প্রত্যেক তপশিলি ব্যাংক ব্যাংকের নিকট একটি স্থিতি (balance) সংরক্ষণ করিবে যাহার পরিমাণ ব্যাংকের মুদ্রানীতি অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত ব্যাংকের মোট চাহিদা ও সাময়িক দায়বদ্ধতা অপেক্ষা কম হইবে না।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে দায়বদ্ধতা অর্থে পরিশোধিত মূলধন বা রিজার্ভ, অথবা এই ধরনের ব্যাংকের মুনাফা ও লোকসান অ্যাকাউন্টে কোনো ক্রেডিট ব্যালেন্স বা ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত মুদ্রানীতির উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া, উহা, সময় সময়, সুদের শর্তাবলি এবং নির্ধারিত ন্যূনতম ব্যালেন্সের উপর অথবা নির্ধারিত ন্যূনতম ব্যালেন্সের অধিকের উপর সুদের হার নির্ধারণ করিবে।]

[২][* * *]

(৩) প্রত্যেক তপশিলি ব্যাংক উহার দুইজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত রিটার্ন ব্যাংকে প্রেরণ করিবে, যাহাতে এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ থাকিবে।

[৩][(৪) পূর্বোক্ত দফার অধীন পরবর্তী রিটার্নের জন্য নির্ধারিত দিনের পূর্বের কোনো দিন ব্যবসা সমাপ্ত হইবার ক্ষেত্রে, যদি ব্যাংকের নিকট ধারণকৃত কোনো তপশিলি ব্যাংকের স্থিতির পরিমাণ দফা (১) দ্বারা নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ব্যাংক উক্ত তপশিলি ব্যাংককে নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ অপেক্ষা যে পরিমাণ অর্থ কম পড়িয়াছে উহার উপর ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত ব্যাংক রেটের অধিক হারে উক্ত দিনের জরিমানার সুদ পরিশোধের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং পরবর্তী রিটার্ন দাখিলের জন্য নির্ধারিত দিনেও যদি উক্ত ব্যালেন্স নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ অপেক্ষা কম পড়িয়াছে মর্মে উক্ত রিটার্ন হইতে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ব্যাংক রেটের অধিক হারে উক্ত দিনের, এবং ব্যবসা সমাপ্তিতে ব্যাংকের নিকট ধারণকৃত স্থিতির পরিমাণ নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ অপেক্ষা কম থাকা পর্যন্ত পরবর্তী প্রত্যেক দিনের, জন্য নির্ধারিত ব্যাংক রেটের অধিক হারে জরিমানার সুদের হার আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) কোনো তপশিলি ব্যাংক কর্তৃক দফা (৪) এর বিধান অনুসারে জরিমানার সুদ [৪][* * *] প্রদেয় হইলে, যদি দফা (৩) এর অধীন পরবর্তী রিটার্নের জন্য নির্ধারিত দিনে ব্যাংকের ব্যালেন্স উক্ত রিটার্নে প্রকাশিত নির্ধারিত ন্যূনতম ব্যালেন্স এর নিম্নে থাকে, তাহা হইলে-

(ক) তপশিলি ব্যাংকের প্রত্যেক পরিচালক ও কর্মকর্তা, যাহারা জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে খেলাপির একটি পক্ষ, ব্যাংকের আদেশ অনুযায়ী তিনি অনধিক [৫][এক লক্ষ] টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং পরবর্তীতে খেলাপি অব্যাহত থাকা প্রত্যক দিনের জন্য অনধিক [৬][এক লক্ষ] টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং

(খ) ব্যাংক নির্ধারিত দিনের পর তপশিলি ব্যাংককে নূতন করিয়া আমানত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতে পারিবে, এবং তপশিলি ব্যাংক যদি উক্ত নিষাধাজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত তপশিলি ব্যাংকের প্রত্যেক পরিচালক ও কর্মকর্তা যাহারা জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত ব্যর্থতার কোনো পক্ষ হয় বা অবহেলা বা অন্য কোনোভাবে ভূমিকা রাখে, তাহা হইলে তিনি এইরূপ প্রথম যে তারিখে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রাপ্ত আমানত তপশিলি ব্যাংক

---

১ দফা (১) ও (২) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (২ক) ও (২খ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ দফা (৪) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "ব্যাংক রেট হইতে পাঁচ শতাংশ অধিক রেটে " শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ "পাঁচশত টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "এক লাখ টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ "পাঁচশত টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "এক লাখ টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

কর্তৃক জমা রাখা হয়, সেই দিনের পর হইতে প্রত্যেক ব্যর্থতার জন্য অনধিক [১][এক লক্ষ] টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন

[২][* * *]

(৬) কোনো তপশিলি ব্যাংক দফা (৩) এর বিধান প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে, যতদিন এইরূপ ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিবে ব্যাংকের আদেশ অনুসারে প্রতিদিন ব্যাংকে [৩][পঁচিশ হাজার টাকা] জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীন রিটার্নে কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদাসীনতার কারণে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদাসীনতার কারণে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করিতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তিনি ব্যাংকের আদেশ দ্বারা এইরূপ প্রত্যেক রিটার্নের জন্য অনধিক [দশ লক্ষ টাকা][৪] অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৮) দফা (৪), (৫), (৬) এবং (৭) এর অধীন আরোপিত জরিমানা ব্যাংক কর্তৃক চাহিবামাত্র প্রদেয় হইবে এবং খেলাপি ব্যাংক, পরিচালক বা কর্মকর্তা কর্তৃক এইরূপ চাহিদা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃতি জানাইবার ক্ষেত্রে উক্ত এলাকায় অবস্থিত এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানি আদালতের নির্দেশে আদায় করা যাইবে, এবং আদালত উক্ত নির্দেশনা কেবল, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের পেক্ষিতে প্রদান করিবে।

৩৭। (১) দফা (২) এর উপ-দফা (ক) এর অধীন ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সকল তপশিলি ব্যাংকের হালনাগাদ তালিকা উহার সকল কার্যালয় ও শাখায় সংরক্ষণ করিবে।

(২) ব্যাংক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে এমন যে কোনো ব্যাংককে এবং নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানকে তপশিলি ব্যাংক হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে, যথা:-

(অ) বাংলাদেশে কোনো স্থানে বা বাহিরে কার্যকর কোনো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী [৫][* * *] বা সমবায় ব্যাংক বা কর্পোরেশন বা কোম্পানী;

(আ) যাহার পরিশোধিত মূলধন এবং স্থিতি (reserve) এর মজুদের পরিমাণ হইতে হইবে [৬][এমন পরিমাণ অর্থ যাহা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৩ এর অধীন সংরক্ষণ (রক্ষণাবেক্ষণ) করা প্রয়োজন উহার অপেক্ষা কম নয়]:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে, ব্যাংক কর্তৃক কোনো ব্যতিক্রম করা যাইবে;

(ই) যাহা ব্যাংককে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে, তাহার কার্যক্রম আমানতকারীগণের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকরভাবে পরিচালিত হইতেছে না;

[৭][(খ) কোনো তপশিলি ব্যাংককে পুনঃতপশিলিকরণের নির্দেশ প্রদান করিবে, যদি উহা-

---

১ "পাঁচশত টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "এক লাখ টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা ব্যাখ্যা বিলুপ্ত।

৩ "একশ টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "পঁচিশ হাজা টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "এক হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "দশ লাখ টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "ব্যাংকিং কোম্পানী অধ্যাদেশ, ১৯৬২ এর ধারা ৫ এর দফা (গ) অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা এবং বন্ধনী বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা বিলুপ্ত।

৬ "পঞ্চাশ লাখ টাকার কম নয়" শব্দগুলির পরিবর্তে "এমন পরিমাণ অর্থ যাহা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) ধারা ১৩ এর অধীনে সংরক্ষণ (রক্ষণাবেক্ষণ) করা প্রয়োজন তাহার চেয়ে কম নয়" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭ উপ-দফা (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(অ) উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত শর্তসমূহ পালন না করে অথবা দেউলিয়া হইয়া যায় অথবা অন্য কোনোভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যাংকিং ব্যবসা অব্যাহত না রাখে; অথবা

(আ) ব্যাংকের মতে, আমানতকারীগণের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর উপায়ে উহার ব্যবসা পরিচালনা করিতেছে:

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট তপশিলি ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট তপশিলি ব্যাংককে উপ-দফা (ক) এর প্যারা (অ) এবং (আ) এ বর্ণিত শর্তসমূহ পালনের সুযোগ প্রদানের জন্য ব্যাংক যেরূপ যৌক্তিক মনে করিবে, সেইরূপ সময়ের জন্য উপ-দফা (খ) এর অধীন কোনো নির্দেশনা প্রদান করিতে বিলম্ব করিতে পারে।]

(গ) কোনো তপশিলি ব্যাংক উহার নাম পরিবর্তন করিলে তালিকায় উহার বিবরণ পরিবর্তন করা।

ব্যাখ্যা।- দফা (২) এ "মূল্য" শব্দের অর্থ প্রকৃত বা বিনিময়যোগ্য এবং মূলধন ও মজুদের নামমাত্র মূল্য নয় এবং ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়ন চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৮। ব্যাংক, অনুচ্ছেদ ৩৬ এর অধীন কোনো কর্পোরেশনের সহিত উহার কোনো লেনদেন থাকিলে অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৩) এ উল্লিখিত রিটার্ন পেশ করিবার জন্য উক্ত কর্পোরেশনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং যদি এইরূপ নির্দেশ প্রদান করে, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব উক্ত কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৬), (৭) এবং (৮) এইরূপ প্রযোজ্য হইবে যেন উহা একটি তপশিলি ব্যাংক।

[১][৩৮ক। গভর্নর বৎসরে অন্তত একবার বা, তলব করা হইলে, অন্য কোনো সময়, ব্যাংকের মুদ্রানীতি এবং অন্যান্য কার্যক্রমের প্রতিবেদন দাখিল এবং প্রশ্নের জবাব প্রদান করিবার জন্য অর্থ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।]

[২][৩৯। বোর্ড যেভাবে এবং যখন উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপভাবে এবং সেই সময়ে ব্যাংক এই আদেশের অধীন প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে একটি সমন্বিত বিবরণী সংকলন ও প্রকাশ করিবে।]

৪০। (১) ব্যাংক, সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ইস্যু বিভাগ এবং ব্যাংকিং বিভাগের একটি সাপ্তাহিক হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে। সরকার উক্ত হিসাবসমূহ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সাপ্তাহিক প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

(২) ব্যাংক, উহার বাৎসরিক হিসাব সমাপ্তির দুই মাসের মধ্যে, গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, যদি থাকে, এবং ব্যাংকের প্রধান হিসাব কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং নিরীক্ষকগণ কর্তৃক প্রত্যয়িত, বৎসরব্যাপী ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পর্কে বোর্ডের একটি প্রতিবেদনসহ বাৎসরিক হিসাবের একটি প্রতিলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে, এবং সরকার উক্ত হিসাব ও প্রতিবেদন সরকারি গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

৪১। (১) অনুচ্ছেদ ৩৬ বা অনুচ্ছেদ ৩৭ বা অনুচ্ছেদ ৩৮ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ বা অনুচ্ছেদ ৪০ বা চতুর্থ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে সরল বিশ্বাসে কৃত বা ঈপ্সিত কোনো কার্যের জন্য ব্যাংক বা উহার কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের বা অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) অনুচ্ছেদ ৩৬ বা অনুচ্ছেদ ৩৭ বা অনুচ্ছেদ ৩৮ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ বা অনুচ্ছেদ ৪০ বা চতুর্থ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে সরল বিশ্বাসে কৃত বা ঈপ্সিত কোনো কার্যের জন্য কোনো ক্ষতি হইলে বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে ব্যাংক বা উহার কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের বা অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাইবে না।

---

১ অনুচ্ছেদ ৩৮ক বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নংআইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ অনুচ্ছেদ ৩৯ বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

চতুর্থ অধ্যায়

ঋণের তথ্য সংগ্রহ এবং সরবরাহ

৪২। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ কোনো অর্থ প্রকাশ না করিলে, এই অধ্যায়ে-

(ক) "ব্যাংকিং কোম্পানী" অর্থ শীর্ষ সমবায় ব্যাংক অথবা সরকার কর্তৃক প্রত্যয়িত অন্য কোনো ব্যাংকিং বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ [১][এই আদেশের অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (গগ) এ সংজ্ঞায়িত] ব্যাংকিং কোম্পানীকে বুঝাইবে।

(খ) "ঋণগ্রহীতা" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, তিনি উহা গ্রহণ করুন বা না করুন যাহার নামে কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী কর্তৃক ঋণ অনুমোদিত হইয়াছে, এবং নিম্নবর্ণত ব্যক্তিগণও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(অ) কোনো কোম্পানী বা কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান;

(আ) কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে, উহার যে কোনো সদস্য অথবা কোনো ফার্ম উক্ত সদস্য যাহার অংশীদার;

(ই) কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে, উহার যে কোনো অংশীদার অথবা অন্য কোনো ফার্ম যাহাতে উক্ত অংশীদার একজন অংশীদার; এবং

(ঈ) কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, কোনো ফার্ম যাহাতে উক্ত ব্যক্তি একজন অংশীদার;

(গ) "ঋণ সংক্রান্ত তথ্য" অর্থ নিম্নের যে কোনো বিষয় সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য, যথা:-

(অ) কোনো ঋণগ্রহীতা বা ঋণগ্রহীতা শ্রেণিকে কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ, অগ্রিম এবং অন্যান্য ঋণ সুবিধার পরিমাণ ও প্রকৃতি;

(আ) প্রদত্ত ঋণ সুবিধার জন্য যে কোনো ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে গৃহীত জামিনের প্রকৃতি; এবং

(ই) কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী কর্তৃক উহার যে কোনো গ্রাহকের জন্য প্রদত্ত গ্যারান্টি।

৪৩। ব্যাংক-

(ক) উহা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে প্রত্যেক ব্যাংকিং কোম্পানীর ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে; এবং

(খ) অনুচ্ছেদ ৪৫ এর বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যাংকিং কোম্পানীকে উক্তরূপ তথ্য সরবরাহ করিতে পারিবে।

৪৪। (১) এই অধ্যায়ের অধীন ব্যাংককে উহার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে, ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের মধ্যে ঋণের তথ্য সম্পর্কিত বিবরণ দাখিল করিতে যে কোনো ব্যাংকিং কোম্পানীকে যে কোনো সময় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী, উহার গঠন নিয়ন্ত্রণকারী আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা দলিল বা উহার নির্বাচকমণ্ডলির সহিত উহার ব্যবসার গোপনীয়তা সম্পর্কিত কোনো চুক্তিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই দফার অধীন জারিকৃত যে কোনো নির্দেশনা মানিতে বাধ্য থাকিবে।

---

[১] "এই আদেশের অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (গগ) এ সংজ্ঞায়িত" শব্দগুলি,বন্ধনীগুলি ও বর্ণ (অক্ষর) ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪৫। (১) কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী, কোনো ব্যক্তির সহিত উহার আর্থিক লেনদেনের সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত চুক্তি সম্পর্কে, আবেদনে উল্লিখিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যাংকে আবেদন দাখিল করিতে পারিবে।

(২) ব্যাংক, দফা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব আবেদনকারীকে আবেদনে বর্ণিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্য, যতটুকু উহার নিকট থাকিতে পারে, সরবরাহ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যাংক, উক্তরূপ সরবরাহকৃত তথ্যে উক্ত তথ্য সরবরাহকারী ব্যাংকিং কোম্পানীর নাম প্রকাশ করিবে না।

(৩) ব্যাংক, ঋণ সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য, প্রতিটি আবেদনের ক্ষেত্রে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ ফি আদায় করিতে পারিবে।

৪৬। (১) অনুচ্ছেদ ৪৪ এর অধীন কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত বা অনুচ্ছেদ ৪৫ এর অধীন কোম্পানীকে ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত কোনো বিবৃতিতে বর্ণিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্য গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রকাশ বা অন্য কোনোভাবে উন্মুক্ত করা যাইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোনোকিছুই নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) ব্যাংকের পূর্বানুমতিক্রমে, অনুচ্ছেদ ৪৪ এর অধীন ব্যাংকে প্রদত্ত কোনো তথ্য কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশ করা;

(খ) অনুচ্ছেদ ৪৪ এর অধীন ব্যাংক কর্তৃক সংগৃহীত কোনো তথ্য, উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী বা ঋণগ্রহীতার নাম প্রকাশ না করিয়া ব্যাংক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ পদ্ধতিতে প্রকাশ করা।

(৩) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আদালত, ট্রাইবুনাল বা [১][সংসদ ব্যতীত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ] অনুচ্ছেদ ৪৪ এর অধীন ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণ দাখিল করিতে বা পরিদর্শন করিতে বা অনুচ্ছেদ ৪৫ এর অধীন ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ব্যাংকিং কোম্পানীকে প্রদত্ত ঋণ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবে না।

৪৭। কোনো ব্যক্তি এই অধ্যায়ের কোনো বিধান প্রয়োগের কারণে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, চুক্তি বা অন্য কোনোভাবে তাহার ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকার থাকিবে না।

৪৮। (১) যদি কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী-

(ক) অনুচ্ছেদ ৪৪ এর অধীন নির্দেশিত কোনো বিবরণ জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হয় অথবা উক্ত অনুচ্ছেদের অধীন এমন কোনো বিবরণ দাখিল করে যাহার কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মিথ্যা; অথবা

(খ) এই অধ্যায়ের অধীন আরোপিত কোনো শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ হয়;

তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর প্রত্যেক পরিচালক বা অন্য কোনো কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহারা জ্ঞাতসারে উক্ত লঙ্ঘনের সহিত জড়িত, অনধিক [২][পাঁচ লক্ষ টাকা] অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ঋণের তথ্য প্রকাশ করেন, যাহার প্রকাশ ধারা ৪৬ এর অধীন নিষিদ্ধ, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ড, অথবা অনধিক [৩][এক লক্ষ টাকা] অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

---

১ "অন্যান্য কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলির পরিবর্তে "সংসদ ব্যতীত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "দুই হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ লাখ টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "এক হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "এক লাখ টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

পঞ্চম অধ্যায়

[ডিপোজিট গ্রহণকারী নন-ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এবং এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিধান

বিলুপ্ত: আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ৫০ দ্বারা বিলুপ্ত]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধারণ

৫৯। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্যে তিন কোটি টাকা মূল্যের সিকিউরিটিজ বরাদ্দ দেওয়া যাইবে এবং উহা ব্যাংক কর্তৃক রিজার্ভ ফান্ড হিসাবে রাখিতে হইবে।

৬০। (১) ব্যাংক 'গ্রামীণ ঋণ তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা রাখা হইবে, যথা:-

(ক) প্রাথমিকভাবে সরকার প্রদত্ত ৫০ লক্ষ টাকা; এবং

(খ) ব্যাংকের উদ্বৃত্ত মুনাফা (surplus profits)হইতে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ।

(২) গ্রামীণ ঋণ তহবিল নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, যথা:-

(ক) ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত সিকিউরিটির বিপরীতে সমবায় ব্যাংকসমূহকে, অনধিক পাঁচ বৎসরের জন্য মধ্যম মেয়াদি ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান করা, যাহা প্রদানের তারিখ হইতে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পুনঃপরিশোধযোগ্য;

(খ) এতদুদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত শর্তে তপশিলি ব্যাংকসহ আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো গ্রামীণ ঋণ এজেন্সিকে মধ্যমমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করা;

(গ) যেক্ষেত্রে ব্যাংক এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো সমবায় ব্যাংক বা তপশিলি ব্যাংক, যাহাকে অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৪) এর অধীন ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করা হইয়াছে, যথা সময়ে উহা পরিশোধ করিতে পারিবে না, সেইক্ষেত্রে উপ-দফা (ক) অনুসারে উক্ত ঋণ বা অগ্রিমকে, ক্ষেত্রমত, মধ্যমমেয়াদি ঋণ বা অগ্রিম প্রদানে রূপান্তর করা;

(ঘ) সমবায় সমিতি বা কৃষক বা কৃষকদের জন্য বীজ, যন্ত্রপাতি, সার বা অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী ডিলারদেরকে প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিম প্রদানের বিপরীতে তপশিলি ব্যাংকসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন হিসাবে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করা:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ঋণ, জামিন এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি সাপেক্ষে প্রদান করা হইবে; এবং

(ঙ) উপ-দফা (ঘ) এর অধীন প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিম বাবদ কোনো লেনদেনে তপশিলি ব্যাংক কোনো অনিচ্ছাকৃত লোকসানের সন্মুখিন হইলে এবং উহা ব্যাংকের নিকট প্রমাণিত হইলে উহার লোকসানের অংশ পূরণ করিবার জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে গ্যারান্টি ব্যবস্থায় অর্থায়ন।

৬১। ব্যাংক 'কৃষি ঋণ স্থিতিশীলতা তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) প্রাথমিকভাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ২৫ লক্ষ টাকা; এবং

(খ) ব্যাংকের উদ্বৃত্ত মুনাফা হইতে, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ;

(গ) উক্ত তহবিলের অর্থ কেবল শীর্ষ সমবায় ব্যাংককে ব্যাংক কর্তৃক উক্ত বিষয়ে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যাহার মেয়াদ উহা প্রদানের তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ (পনের) মাস এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোনো ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করা হইবে না—

(অ) শীর্ষ সমবায় ব্যাংককে অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (২) এর উপ-দফা (ঙ) এর অধীন ক্রয়কৃত বা ব্যাংক কর্তৃক পুনঃহ্রাসকৃত বিনিময় বিল ও অঙ্গীকারপত্র বা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৬) অধীন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিম প্রদানের বকেয়া বিল পরিশোধ করিতে সক্ষম করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত, এবং যদিনা ব্যাংকের মতে শীর্ষ সমবায় ব্যাংক খরা, দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, যথাসময়ে উক্ত বকেয়া পরিশোধ করিতে অক্ষম হয়; এবং

(আ) যদিনা উক্ত ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান সরকার কর্তৃক মূলধন পুনঃপরিশোধ এবং সুদ পরিশোধ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় ।

৬২। (১) ব্যাংক 'শিল্প ঋণ তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) প্রাথমিকভাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এক কোটি টাকা; এবং

(খ) ব্যাংকের উদ্বৃত্ত মুনাফা হইতে, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ।

(২) শিল্প ঋণ তহবিল নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, যথা:-

(ক) সমবায় ব্যাংক এবং ব্যাংকের মতে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে, ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত সিকিউরিটির বিপরীতে, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করা, যাহা নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর পুনঃপরিশোধযোগ্য এবং উক্ত মেয়াদ উহা প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক হইবে;

(খ) ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত শর্তে, আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো শিল্প ঋণ এজেন্সিকে মধ্যমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করা;

(গ) ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো প্রতিষ্ঠান যাহাকে অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৪) এর অধীন ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করা হইয়াছে, যথাসময়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান উহা পরিশোধ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে উপ-দফা (ক) অনুসারে উক্ত ঋণ বা অগ্রিমকে, ক্ষেত্রমত, মধ্যমমেয়াদি ঋণ বা অগ্রিম প্রদানে রূপান্তর করা;

(ঘ) ক্ষুদ্র বা মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক কোনো পক্ষকে প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিম লেনদেনে তপশিলি ব্যাংক কোনো অনিচ্ছাকৃত লোকসানের সম্মুখীন হইলে এবং

ব্যাংকের নিকট উহা প্রমাণিত হইলে, উহার লোকসানের অংশ [১][* * *] পূরণ করিবার জন্য ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুসারে গ্যারান্টি ব্যবস্থায় অর্থায়ন।

৬৩। (১) ব্যাংক 'রপ্তানি ঋণ তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) প্রাথমিকভাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এক কোটি টাকা; এবং

(খ) ব্যাংকের উদ্বৃত্ত মুনাফা হইতে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ।

(২) রপ্তানি ঋণ তহবিল নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, যথা:—

(ক) ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, সিকিউরিটি বা অন্য কোনো বিষয়ে নির্ধারিত শর্তে, আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো ঋণ প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিতে অর্থায়নের জন্য প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিম প্রদানের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন হিসাবে মধ্যমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বা অগ্রিম প্রদান;

(খ) সরাসরি অথবা তপশিলি ব্যাংক অথবা আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত অন্য কোনো ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশে অবস্থিত বেসরকারি বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ হইতে পণ্য আমদানির জন্য সক্ষম করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্তে ঋণ এবং অগ্রিম প্রদান।

৬৪। কুঋণ এবং সন্দেহজনক ঋণ, সম্পদের অবমূল্যায়ন, কর্মচারীদের অবসরভাতা তহবিলে চাঁদা প্রদান এবং এই আদেশ দ্বারা বা উহার অধীন প্রণীতব্য বিধান অনুসারে অন্যান্য বিষয় অথবা সাধারণত ব্যাংকারদেরকে প্রদেয় অর্থ পরিশোধের সংস্থান করিবার পর মুনাফার অবশিষ্ট অংশ সরকারকে প্রদান করা হইবে।

৬৫। (১) কমপক্ষে দুইজন নিরীক্ষক নিয়োগ করা হইবে এবং তাহাদের পারিশ্রমিক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) নিরীক্ষকগণ, তাহাদের নিয়োগের সময় সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ মেয়াদে, তবে এক বৎসরের অধিক নহে, দায়িত্ব পালন করিবেন, এবং পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন।

৬৬। অনুচ্ছেদ ৬৫ এর কোনো কিছুকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার, ব্যাংকের হিসাব পরীক্ষা করিবার এবং উহার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য, মহা হিসাব-নিরীক্ষককে, বা সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অন্যান্য নিরীক্ষককে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

৬৭। (১) প্রত্যেক নিরীক্ষককে বার্ষিক ব্যালেন্স শীটের একটি কপি সরবরাহ করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব ও রশিদসহ উহা পরীক্ষা করা তাঁহার কর্তব্য হইবে; এবং প্রত্যেক নিরীক্ষকের নিকট ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত উহার নিকট রক্ষিত সকল হিসাববহির একটি তালিকা থাকিবে, এবং তিনি সকল যৌক্তিক সময়ে ব্যাংকের হিসাববহি, হিসাব এবং অন্যান্য দলিলপত্র দেখিতে পারিবেন, এবং অনুচ্ছেদ ৬৫ এর অধীন নিয়োগ প্রদান করা হইলে, ব্যাংকের ব্যয়ে এবং অনুচ্ছেদ ৬৬ এর অধীন নিয়োগ প্রদান করা হইলে, সরকারের ব্যয়ে হিসাবরক্ষক এবং উক্ত হিসাব পরীক্ষার কার্যে তাহাকে সহায়তা করিবার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে ব্যাংকের যে কোনো পরিচালক বা কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

---

[১] ", পঞ্চাশ শতাংশের অধিক নহে" কমা এবং শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

(২) নিরীক্ষকগণ বার্ষিক স্থিতিপত্র (balance sheet) ও হিসাবের (accounts) উপর সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন, এবং এইরূপ প্রতিটি প্রতিবেদনে তাহাদের মতামত অনুযায়ী, স্থিতিপত্রটি সকল প্রয়োজনীয় উপাদানসহ এবং ব্যাংকের সকল বিষয়ের সঠিক এবং সত্য বিবরণ প্রদর্শিত হইতেছে এইরূপ যথাযথভাবে প্রণীত পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক স্থিতিপত্র কি না এবং তাহারা বোর্ডের নিকট কোনো ব্যাখ্যা চাহিয়া থাকিলে প্রদান করা হইয়াছে কি না এবং উহা সন্তোষজনক ছিল কি না উহা উল্লেখ করিবেন।

৬৮। [বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা রহিত।]

৬৯। ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ এবং পরিসংখ্যান বিভাগের, অন্যান্য আইনের অধীন প্রদত্ত অধিকার ও বিধান সাপেক্ষে, সরকারসহ যেকোনো স্বাভাবিক বা বৈচারিক ব্যক্তির (natural or judicial person) নিকট হইতে উহার কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত তলব করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

[১][৭০। ব্যাংক, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, যে কোনো স্থানীয় মালিকানাধীন তপশিলি ব্যাংককে যেখানে উক্ত তপশিলি ব্যাংকের কোনো শাখা রহিয়াছে এইরূপ স্থানে উহার এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।]

৭১। (১) সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১২৪, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর চতুর্থ অংশের বিধান, এবং আদেশ ৫ এর বিধি ২৭, এবং উক্ত বিধির আদেশ ২১ এর বিধি ৫২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যাংক এবং উহার পক্ষে দায়িত্ব পালনরত ব্যাংকের যে কোনো কর্মকর্তা সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

(২) সাক্ষ্য আইনের ধারা ১২৩ এর বিধানাবলি ব্যাংকের বিষয়াদি সম্পর্কিত অপ্রকাশিত রেকর্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং গভর্নর সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা বা প্রধান হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) দন্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

৭২। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংক কর্তৃক উহার কর্মচারীগণকে প্রদত্ত ভবিষ্য তহবিল বা পেনশন, বাংলাদেশের কোনো আদালতের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, ঋণগ্রহীতার পক্ষে পেনশন গ্রহীতার বিরুদ্ধে অথবা কোনো ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে আটক, ক্রোক বা জব্দ করা যাইবে না।

৭৩। স্ট্যাম্প অ্যাক্ট, ১৮৯৯ এর অধীন কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি পরিশোধের জন্য ব্যাংক দায়ী হইবে না।

[২][৭৪। স্বর্ণ, রৌপ্য, মুদ্রা, মুদ্রা নোট, সিকিউরিটি পেপার এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো পণ্যের উপর কোনো শুল্ক পরিশোধের জন্য ব্যাংক দায়ী হইবে না।]

৭৫। আয়কর আইন, ১৯২২ অথবা ব্যবসা মুনাফা-কর আইন, ১৯৪৭ অথবা আয়কর, অধিকর, ব্যবসায়িক মুনাফা সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংক উহার কোনো আয়, মুনাফা বা লাভের জন্য কোনো আয়কর, অধিকর বা ব্যবসায়িক মুনাফা-কর প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না।

৭৬। সরকারের আদেশ এবং তৎকর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি ও শর্ত ব্যতীত ব্যাংকের অবসায়ন (liquidation) করা যাইবে না।

৭৭। (১) যদি সরকারের মতে, ব্যাংক এই আদেশ দ্বারা বা উহার অধীন আরোপিত কোনো দায়িত্ব পালন করিতে ব্যর্থ, তাহা হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ডকে অপসারণ করিতে পারিবে, এবং অতঃপর ব্যাংকের সকল বিষয়ের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা সরকার যেরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ সংস্থার নিকট ন্যস্ত হইবে এবং উক্ত সংস্থা, বোর্ড যেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারে সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিতে পারিবে।

---

১ অনুচ্ছেদ ৭০ বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ অনুচ্ছেদ ৭৪ এর বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের৩৩ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) দফা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে, সরকার এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের কারণসমূহ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন, যথাশীঘ্র সম্ভব, এবং যে কোনো ক্ষেত্রে বোর্ডকে বিলুপ্ত করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারির তিন সপ্তাহের মধ্যে অথবা বিজ্ঞপ্তি জারির পর পুনরায় অধিবেশন শুরুর সময়ে আইন সভায় পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবে।

৭৮। (১) ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মচারী দায়িত্ব পালনের সময় যাহা তিনি জানিতে পারেন ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কিত অপ্রকাশিত এইরূপ সকল বিষয়, এবং বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি, কোনো সরকার অথবা কর্তৃপক্ষের আর্থিক এবং মুদ্রা সম্পর্কিত বিষয়, এই আদেশের অধীন তাহার দায়িত্ব পালন ব্যতীত, সংরক্ষণ করিবেন এবং গোপনীয়তা রক্ষায় সহায়তা করিবেন।

(২) প্রত্যেক কর্মচারী, আইন অনুসারে নির্দেশিত হইয়া অথবা তাহার দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে ব্যতীত, উক্তরূপ কোনো বিষয় প্রকাশ করিলে, তাহার অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং তিনি কোনো এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক যেকোনো বর্ণনার অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক [১][পাঁচ লক্ষ টাকা] অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে, দণ্ডিত হইবেন।

(৩) গভর্নর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, কোনো আদালত এই অনুচ্ছেদের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

৭৯। (১) ব্যাংকের কার্যাবলি দক্ষভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গভর্নর, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে বর্ণিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, যদি থাকে, কোনো ডেপুটি গভর্নরের নিকট এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য তিনি যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করেন করেন সেইরূপ ক্ষমতা ও কার্যাবলি অর্পণ করিতে পারিবেন।

(২) যদি কোনো ডেপুটি গভর্নর এই আদেশ অনুসারে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে উহা তাহার অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত কর্তৃত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

৮০। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে বা কোনো চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংক যতদিন উপযুক্ত মনে করিবে ততদিনের জন্য উহার কর্মচারীগণের মধ্য হইতে যে কোনো কর্মচারীকে সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে প্রেরণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ প্রেষণে প্রেরিত ব্যক্তি সরকার বা প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে থাকাকালীন নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই ব্যাংককে উহার কর্মচারীগণের মধ্যের কোনো সদস্যকে সরকার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে এইরূপ বেতন, সুযোগ-সুবিধা বা কোনো শর্তে প্রেষণে প্রেরণ করিতে পারিবে না যাহা উক্ত ব্যক্তির এইরূপ প্রেষণে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে প্রাপ্য বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষা কম বা অসুবিধাজনক শর্ত।

৮১। যেক্ষেত্রে ব্যাংক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করিতে পারে এইরূপ কোনো অর্থনৈতিক অরাজকতার সম্ভাবনা দেখিবে অথবা টাকার সরবরাহে অথবা মূল্যস্তরে অস্বাভাবিক গতি এইরূপ স্থিতিশীলতাকে হুমকিতে ফেলিবে, সেইক্ষেত্রে ব্যাংকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) এইরূপ কৌশল প্রণয়ন করা এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা যাহা এইরূপ পরিস্থিতিতে যথাযথ এবং এই আদেশ দ্বারা অনুমোদিত;

(খ) সরকারের নিকট [২][* * *] একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করা, যাহাতে ন্যূনতম নিম্নের বিশ্লেষণসমূহ থাকিবে, যথা:-

(অ) অনুমিত অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা অথবা, অর্থ সরবরাহে বা মূল্যস্তরে প্রকৃত অস্বাভাবিক গতির কারণসমূহ;

---

১ "পাঁচশত টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ লক্ষ টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "যদি জনস্বার্থে অনিষ্টকর না হয়, তাহা হইলে উহা, জনসম্মুখে প্রকাশ করা"" শব্দগুলি এবং কমা বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা বিলুপ্ত।

(আ) বাংলাদেশে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং প্রকৃত আয়ে এইরূপ বিশৃঙ্খলা বা আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রভাব; এবং

(ই) ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, এবং আরো যে সকল আর্থিক, রাজস্ব বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা যাহা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করিবার জন্য উহা প্রস্তাব বা সুপারিশ করে।

৮২। (১) [১][বোর্ড] এই আদেশের বিধান কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় বা সমীচীন সকল বিষয়ে এই আদেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের অনুপস্থিতিতে গভর্নর, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আদেশের বিধানাবলি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে এবং সাধারণভাবে এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্ববর্তী বিধানাবলির সামগ্রিতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত প্রবিধানমালা দ্বারা নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:-

(ক) বোর্ডের সভা পরিচালনার পদ্ধতি;

(খ) নির্বাহী কমিটির কার্য পরিচালনা;

(গ) বোর্ড, গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর, পরিচালক বা ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলি অর্পণ;

(ঘ) বোর্ডের কমিটি গঠন, বোর্ড কর্তৃক উহার তত্ত্বাবধান এবং উক্ত কমিটির কার্য সম্পাদন;

(ঙ) ব্যাংকের কর্মচারীগণের চাকরির শর্তাবলি, অবসর সুবিধা গঠন, ব্যাংকের অনুদানসহ বা অনুদান ব্যতীত কর্মচারীগণের লাভজনক ও অন্যান্য তহবিল, তাহাদের কল্যাণ, সুযোগ-সুবিধা প্রদান, চিকিৎসা সুবিধা প্রদান, ঋণ ও অগ্রিম প্রদান, তাহাদের উন্নতি ও উৎকর্ষসহ ব্যাংকের কর্মচারীগণের নিয়োগদান;

(চ) ব্যাংকের উপর বাধ্যতামূলক চুক্তি সম্পাদনের পদ্ধতি ও গঠন;

(ছ) ব্যাংকের দাপ্তরিক সিলমোহরের বিধান এবং উহার ব্যবহারের পদ্ধতি ও ফলাফল;

(জ) ব্যাংকের ব্যালেন্স শিট তৈরি এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি ও ফর্ম;

(ঝ) পরিচালকগণের পারিশ্রমিক;

(ঞ) ব্যাংকের সহিত তপশিলি ব্যাংকের সম্পর্ক এবং তপশিলি ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকে রিটার্ন দাখিল;

(ট) তপশিলি ব্যাংকসমূহের জন্য ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা;

(ঠ) যে পরিস্থিতিতে এবং শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, কোনো হারানো, চুরি যাওয়া, বিকৃত বা অসম্পূর্ণ ব্যাংক নোটের মূল্য মার্জনা হিসাবে ফেরত দেওয়া যাইতে পারে তৎসম্পর্কিত বিধানাবলি;

(ড) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৮) এ উল্লিখিত দলিলপত্রের প্রত্যাবাসন, ফরম, ইস্যু, নেগোটিবিলিটি, এবং এনক্যাশমেন্ট;

---

[১] "সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড" শব্দগুলি পরিবর্তে "বোর্ড"শব্দটি বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ঢ) সাধারণভাবে সুষ্ঠুভাবে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা, কার্যাবলি সম্পাদন এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বিধানাবলি প্রণয়ন।

[১][(২ক) এই অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-দফা (জ), (ঝ) এবং (ড) এর অধীন কোনো প্রবিধান, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, প্রণয়ন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-দফা (ঙ) এর অধীন কর্মচারীগণের বেতন ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং যোগ্যতার বিবেচনায়, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, হইবে।]

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সকল প্রবিধানের অনুলিপি, ফির বিনিময়ে, জনসাধারণের গ্রহণ করিবার সুযোগ থাকিবে।

৮৩। এই আদেশে উল্লিখিত সকল আইনে এবং ব্যাংকিং কোম্পানী অধ্যাদেশ, ১৯৬২, নিগোশিঅ্যবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১, ট্রাস্টস অ্যাক্ট, ১৮৮২, কোম্পানী আইন, ১৯১৩, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭, ব্যাংকার'স বুক ইভিডেন্স অ্যাক্ট, ১৮৯১, এবং সকল বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপবিধি, প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও দলিলসহ সকল আইনে, প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংকের বরাত "বাংলাদেশ ব্যাংকের" বরাত হিসাবে ব্যাখ্যায়িত হইবে।

৮৪। (১) স্টেট ব্যাংক আইন, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সনের ৩৩ নং আইন) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক (অস্থায়ী) আদেশ, ১৯৭১ (১৯৭১ সালের এ.পি.ও নং ২) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) স্টেট ব্যাংক আইন, ১৯৫৬ (১৯৫৬ সনের ৩৩ নং আইন) অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক (অস্থায়ী) আদেশ, ১৯৭১, (১৯৭১ সালের এ.পি.ও নং ২) এর যে কোনো বিধানের অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা, প্রদত্ত আদেশ, জারিকৃত প্রজ্ঞাপন, কৃত কার্য, গৃহীত ব্যবস্থা বা সূচিত কার্যক্রম এই আদেশের সংশ্লিষ্ট বিধানের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারিকৃত, কৃত, গৃহীত বা সূচিত বলিয়া গণ্য হইবে।

---

[১] অনুচ্ছেদ (২ক) বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।